লৌহ মানব বল্লভভাই ও অক্টোবর

- রণজিৎ পুরকায়স্ত

"জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

হ্যাঁ সেই ভারত ভাগ্যবিধাতাকে আমরা স্মরণ করতে যাচ্ছি যিনি ভারতকে একসূত্রে গেঁথে ছিলেন। যার প্রখর বিচার বুদ্ধি আজকের ভারতের জন্ম দিয়েছিল। সেই 'লৌহমানব', সর্দার বল্লভভাই জাভেরভাই প্যাটেল আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রে আছেন। সেই মহান ব্যক্তিত্বের জন্মদিন দিনটি "রাষ্ট্রীয় একতা দিবস" হিসাবে চিহ্নিত।

১৮৭৫ এর ৩১শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই হিসেবে ১৪৭ বৎসর পরে বসেও আমরা কথা বলছি সেই লোকটিকে নিয়ে। পাকিস্তান, চীন সহ বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশ যখন লাগাতর, ভারতকে আজকের দিনে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, দেশের একতা বিঘ্নিত করে দেশকে দুর্বল করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সদা তৎপর। জাতিগত, ধর্মীয় বিভেদ তৈরী করার চেষ্টা চলছে সেই পরিস্থিতিতে বল্লভভাই এর চর্চা ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের নাদিয়াদ জেলায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর আরও চার ভাই- সোনাভাই প্যাটেল, নারসিভাই প্যাটেল, বিঠ্ঠলভাই প্যাটেল, কাশীভাই প্যাটেল ও এক বোন দহিবেন ছিলেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। এক ছেলে ও এক মেয়ে যথাক্রমে অভয় প্যাটেল ও মনিবেন প্যাটেল এর জন্ম হয়। এতো কম বয়সে বিয়ে হওয়ায় ২২ বৎসর বয়সে মাত্র দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হন। ১৬ বৎসরের বিবাহিত জীবন শেষ হল তাঁর স্ত্রীর দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে। পারিবারিক আর্থিক দুরাবস্থার জন্য একসময় নিজের শখের আইন নিয়ে পড়াশুনা বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু তাকে গভীরভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সময়ে লন্ডনের middle temple, inns of court, এ ব্যারিস্টারী পড়তে চলে যান। ৩ বৎসরের কোর্স মাত্র আড়াই বৎসরে শেষ করে চলে আসেন। ভারতে এসেই ব্যারিস্টারী প্রাকটিস শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত নামকরা উকিলে পরিণত হন। রাজনীতি নিয়ে নিরুৎসাহী বল্লভভাই বন্ধুদের উৎসাহে আমেদাবাদের কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নেন এবং জয়লাভ করেন। কিভাবে জীবনের মোর ঘুরে গেলো। তখন তিনি সুট বুট পড়া একজন সাহেব।

গান্ধীজির নরম পন্থায় বল্লভভাই মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু চম্পারণ সত্যগ্রহে গান্ধীজির ভূমিকা তাঁকে আকৃষ্ট করে। আমেদাবাদে বোম্বে প্রেসিডেন্সির কনফারেন্স এ গান্ধীজির সাথে প্রথম সাক্ষাত হয় বল্লভভাইয়ের। সেখানে Resolution of loyality to the british king অর্থাৎ ভারতবাসীকে ব্রিটিশ রাজার প্রতি একান্ত অনুগত থাকতে হবে। গান্ধীজি সেখানই এই resolution ছিঁড়ে ফেলে দেন। এই ঘটনা বল্লভভাই কে খুব প্রভাবিত করে। তিনি ও কোট টাই ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পড়তে শুরু করেন।

১৯২৮ সালে গুজরাটের বারদৌলি জেলায় কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অথচ ইংরেজ রা সেই সময় তাঁদের কর ৬% থেকে বেড়ে ২২% এ নিয়ে যায়। একদিকে ফসল নেই অন্যদিকে এই কর বৃদ্ধি কৃষকদের বিপদে ফেলে দেয়। তারা গান্ধীজির কাছে যায়। গান্ধীজি কৃষকদের সমস্যা দেখার জন্যে বল্লভভাই কে দায়িত্ব দেন। কৃষকরা কর না দেয়ায় ইংরেজরা তাঁদের ঘর জমি নিলাম করে নিতে চায়। কিন্তু আইন জীবি বল্লভভাই জানতেন যে কৃষক দের সই বা টিপ ছাপ ছাড়া জমি নিলাম করতে পারবে

না। তিনি খবর নিতে লাগলেন কোনদিন কোন কৃষকের জমি নিলাম হবে আর সেইদিন সেই কৃষককে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে লাগলেন। এভাবে যখন যে কৃষকের জমি নিলাম হবে সেই কৃষক গায়েব। কর ও জমি কোনোটাই না পেয়ে ইংরেজরা একসময় দিশেহারা হয়ে ২২% থেকে কর ৬% নিয়ে আসে। বল্লভভাই এর বুদ্ধিমত্তায় বারদৌলির কৃষকরা সেবারের মতো রক্ষা পায়। তারা খুশি হয়ে বল্লভভাইকে তাঁদের সর্দার মেনে নেয়। সর্দার অর্থাৎ চিফ বা Leader of the community। সেদিন থেকেই তাঁর নাম হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জিন্নার নেতৃত্বে একদল মুসলমান আলাদা রাষ্ট্র চাইছে যা না হলে ভতৃঘাতী দাঙ্গা মিটবে না। তাই তিনি পাকিস্তান হবার পক্ষই অবলম্বন করেন। যাইহোক যখন মাউন্টব্যাটন বাটোয়ারা করতে উভয় পক্ষকে ডাকলেন তখন পাকিস্তান এর পক্ষে এলেন জিন্না আর ভারতের পক্ষে পাঠানো হলো বল্লভভাইকে। কেননা তার লৌহ দৃঢ় মানসিকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ়তা, দুরন্ত দুঃসাহস আর সত্যভাষন অপ্রিয় আর রূঢ় ভাবে রাখতে পারতেন। প্রথমেই জানিয়ে দিলেন সমান সমান ভাগ হবে না। কারণ ভারতের চার ভাগের এক ভাগ পাকিস্তান। তাই ভাগ হবে ৮০:২০। সেই ফর্মুলাতে ভাগ হয়ে গেলো। দেশ ভাগের পর যেসব মুসলমান ভারত কে ভালোবেসে ভারতেই থেকে গেলো তাঁদের কে তিনি আগলে রাখার প্রতিজ্ঞা করলেন। সে সময় লাহোর থেকে যে ট্রেন আসতো তাতে হিন্দুদের লাশ ভর্তি থাকতো আর অমৃতসর থেকে যে ট্রেন লাহোর যেত তা মুসলমান দের লাশে পূর্ণ থাকতো। বল্লভভাই হযরত নিজামুদ্দিন এ গিয়ে বললেন যারা ভারত কে ভালোবেসে ভারতে থাকতে চায় সেসব মুসলমানদের রক্ষার দায়িত্ব আমি নিলাম। সেজন্যে আমার দেখেছি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের উগ্র হিন্দুত্ববাদ তত্বও তাঁর পছন্দ হয় নি।

বল্লভভাই নেহরুে কে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আর নেহেরুও দাদার মতো। তাই তো ১৯৫০ সালে হৃদরোগে হঠাৎ বল্লভভাই এর মৃত্যু হলে নেহেরু দারুনভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এমন কি বল্লভভাইয়ের সন্তানদের দেখাশোনার পুরো দায়িত্বটা নেহেরু গ্রহণ করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, ১৯৪৬ সালে যখন ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর এর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন জাতীয় কংগ্রেস এর অধিবেশন এ গান্ধীজি বলেন এবার যিনি জাতীয় কংগ্রেস এর সভাপতি হবেন তিনিই স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাই গোপন ভোটের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায় বল্লভভাই সবচেয়ে বেশি ভোট পান। কিন্তু জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী হতে ইচ্ছুক। গান্ধীজি দেখলেন দলে ভাঙ্গন ঠেকানো দরকার তাই বল্লভভাই কে বলেন তিনি যেন নেহেরু কে প্রধানমন্ত্রী হতে দেন। ব্যাস অমনি রাজি হয়ে গেলেন বল্লভভাই।

প্রায় ৬৬৫ টি প্রদেশে বিভক্ত ভারত কে একসূত্রে গাঁথা অনেক কষ্টসাধ্য ও দূরদর্শীতার পরিচায়ক। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রথমেই ঘোষণা দিলেন যেসব রাজ্য বা জায়গীর পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক তারা চলে যেতে পারে আর যারা ভারতে থাকতে চায় তারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যেন যোগ দেয়। দেখা গেলো হিন্দু প্রধান সব রাজ্য ভারতে যুক্ত হলো আর মুসলিম প্রধান সব রাজ্য পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হলো। সমস্যা দেখা দিলো রাজস্থান, কাশ্মীর, গুজরাটের জুনাগর ও হায়দ্রাবাদ কে নিয়ে। রাজস্থান, জুনাগর পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে চাইলো, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ আলাদা রাষ্ট্র হতে চাইলো। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন বল্লভভাই। কোথায়ও শাসন, কোথাও কূটনীতি কোথাও কঠোরতার, কোথাও মৈত্রীর নীতি অবলম্বন করেন। রাজস্থান ছিল দিল্লির একদম কাছে। দেশের রাজধানীর কাছে অন্য রাষ্ট্র থাকলে নিরাপত্তার

সমস্যা দেখা দেবে তাই রাজস্থান কে কোনভাবেই পাকিস্তানে যেতে দেয়া যাবে না, এদিকে যোধপুরের রাজা হনুমান সিং পাকিস্তান এর প্রধানমন্ত্রী জিন্নার সাথে দেখা করেন। জিন্না তাঁকে সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দেন। যোধপুর ছিল রাজস্থান এর প্রধান জায়গীর। তাই সবাই যোধপুরের সাথে গেলো। বল্লভভাই যোধপুরের রাজা হনুমান সিং কে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন। বললেন- 'তোমার বাবা আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। রাজস্থান হিন্দু প্রধান অঞ্চল তুমি তাঁদের নিয়ে কেন পাকিস্তানে যেতে চাইছো। এক্ষুনি তুমি যদি ভারতের সাথে যুক্ত হবার চুক্তি পত্রে সই না করো আমি তোমাকে পিতার মতো এমন শাস্তি দেবো যে তুমি উঠে দাঁড়াতে পারবে না।' হনুমান সিং বুঝলেন ঘোর বিপদ তিনি ভারত ভুক্তির পক্ষে সই করলেন। রাজস্থান ভারতে যুক্ত হলো। এখানে শাসনের মাধ্যমে কাজ হাসিল করেন।

তবে জুনাগড় ভারত ভুক্তির পিছনে অন্য নীতি অনুসরণ করেন বল্লভভাই। জুনাগড় এর নবাব ছিলেন মুসলমান আর জনসাধারণ ছিলেন হিন্দু। গুজরাটের জুনাগড় এর নবাব যখন পাকিস্তান এর সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তখন সর্দার বল্লভভাই নবাবের সাথে কোন কথা না বলে সেখানকার প্রভাবশালী হিন্দু জায়গীরদার দের সাথে কথা বলেন। তাঁদের বোঝাতে থাকেন তোমাদের মুসলমান নবাব যদি পাকিস্তানে যেতে চায় যাক, তোমরা হিন্দুরা কেন পাকিস্তানে গিয়ে পরাধীন হয়ে থাকবে। তোমরা সম্মানের সাথে ভারতে থাকো। জায়গীরদাররা দেখলো ব্যাপার তো ঠিক। তারা নবাবের বিরোধিতা করলো। তারা পাকিস্তানে যাবে না। বল্লভভাই বললেন তাহলে ভোট হয়ে যাক। রাজ্যের কতজন পাকিস্তানে যেতে চায় দেখো। গণভোটে দেখা গেলো ১,১৯,০০০ ভোট পড়লো ভারতে যুক্ত হওয়ার পক্ষে আর মাত্র ৯১ টি ভোট পড়লো পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার পক্ষে। শেষে নবাব বাধ্য হয়ে জুনাগড় কে ভারতে যুক্ত করলেন। এখানে কূটনীতির মাধ্যমে কাজ হাসিল করলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেন। হায়দ্রাবাদ হলো ভারতের পেট এবং খুব শক্তিশালী অঞ্চল। বল্লভভাই দেখলেন যে হায়দ্রাবাদ কে ভারতের বাইরে রাখা যাবে না। এদিকে হায়দ্রাবাদ পাকিস্তান কে অর্থ সাহায্য দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তুলেছিলো। বল্লভভাই হায়দ্রাবাদের নিজাম ও তাঁর উপদেষ্ঠা রিজভি কে ভারতে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেন। নিজাম শক্তির জুড়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ভারত হায়দ্রাবাদ এ সেনা পাঠায়। মাত্র পাঁচ দিনে হায়দ্রাবাদ কে পরাজিত করে ভারত ভুক্ত করেন। এখানে শক্তি প্রদর্শন এর নীতি গ্রহণ করেন।

বহু বিতর্কিত জন্মু কাশ্মীর সে তো হরি সিং এর রাজত্ব ছিল তিনি জন্মু কাশ্মীর এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কে কাজে লাগিয়ে একে সুইজারল্যান্ড এ পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্মু কাশ্মীর কে ভারতে অন্তরভুক্ত করতে বল্লভভাই ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। হরি সিং না পাকিস্তানে না ভারতে যুক্ত হলেন। তিনি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে চাইলেন। কিন্তু বল্লভভাই কাশ্মীর কে ভারত ভুক্ত না করে ছাড়বেন না। সে ক্ষেত্রে "ধীরে চলো" নীতি অবলম্বন করলেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের কাবুলিরা ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কাশ্মীরের মুসলমানেরা সে সময় পাকিস্তানের কাবুলিদের পক্ষ অবলম্বন করেন। হরি সিং পড়েন বিপদে। ঠিক সেই সময় বল্লভভাই তাঁর সচিব বি পি মেনন কে পাঠান কাশ্মীর। হরি সিং কে বলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সেনা বাহিনী পাঠিয়ে দুই দিনে কাশ্মীর কে কাবুলি মুক্ত করে দেবে শুধু হরি সিং ভারত ভুক্তির সনদে সই করুন। Instrument of accession নিয়ে গিয়ে তাতে সই করান। কাশ্মীর ভারত ভুক্ত হয়ে যায় আর অমনি ভারত সেনা

পাঠিয়ে পাকিস্তানিদের হটিয়ে দেয়। এই সময় কাশ্মীর বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন রাজ্যের দাবি করলে বল্লভভাই ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করেন যাতে বলা হয় ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে ভারত সরকার যে কোন সময় এই বিশেষ সুযোগ হটিয়ে দিতে পারে। ঠিক এভাবে কূটনীতি, শক্তি প্রদর্শন, দুরদর্শীতার মাধ্যমে ভারত কে একসূত্রে গাথেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

*****